ঠাকুরগাঁওয়ে বিএমডিএ’র সেচ ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে কৃষক

শামসুল আলম, ঠাকুরগাঁও:: উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা ঠাকুরগাঁও। জেলায় তেমন বড় কোন শিল্পকারখানা না থাকায় কৃষিকাজই এ অঞ্চলের কৃষকের একমাত্র আশা ভরসা। ঠাকুরগাঁও উচুঁ ও খরাপ্রবণ জেলা।আবাদি জমিতে সেচ সুবিধা ব্যতিত বিভিন্ন মৌসুমে ধান,গম,ডাল,পাট,ভুট্টা,আলু ও বিভিন্ন সবজির ভালো ফলন ফলানো অসম্ভব।তাই স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মাঝে সরকারি ভাবে সেচ সুবিধা দিতে জেলায় অধিক পরিমানে নতুন গভীর নলকুপ ও সোলার সেচ পাম্প স্থাপন এবং স্থাপিত বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলক’পগুলোকে সোলারে রুপান্তর মাধ্যমে আধুনিকায়ন করলে ধান,গম,পাট,ভুট্টা আলু ও সবজি সহ বিভিন্ন ◌্ফসল উৎপাদন বহুগুনে বাড়বে এবং জেলার কৃষকরা ও দেশ অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে লাভবান হবে।এরই ধাধারাবহিকতায় কৃষকের মাঝে স্বল্পমূল্যে সেচ সুবিধা দিয়ে নিরলস ভাবে মাঠে কাজ করে চলেছে ঠাকুরগাঁও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কতৃপক্ষ (বিএমডিএ)।



জানা যায় যে,ঠাকুরগাঁওয়ে ৫টি উপজেলায় মোট ১৫৪৩ গভীর নলকূপগুলো লিফট পাম্প (এলএলপি) সোলার ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের সাহায্যে স্বল্প খরচে সবজি সহ বিভিন্ন ফসল আবাদ করে লাভবান হচ্ছে জেলার কৃষকগন। এতে একদিকে কৃষকের সেচ খরচ অনেক কমছে এবং পানির অপচয় রোধ হচ্ছে। ঠাকুরগাঁও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কতৃপক্ষ

জানান, ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে বিএমডিএর গভীরনলকূপগুলো মন্ত্রী মিজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহযোগীতায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছিল এতে জেলার কৃষকরা অনেক উপকৃত হয়েছিল। তার পর থেকে তেমন আর কাজ হচ্ছে না।আমরা বিএমডিএ এর গভীর নলকূপের সাহায্যে স্বল্প খরচে পানির অপচয রোধ করে ধান গম, ভুট্টা, আলু ও সবজি আবাদে লাভবান হচ্ছি।এতে আমাদের সেচ খরচ অনেক কম হচ্ছে। আমার মতে বর্তমানে বিএনপির সরকার ক্ষমতায় তাই যে সব এলাকায় এই গভীর নলকূপ আছে এই গভীর নলকূপ গুলোর সেচনালা সম্প্রসারন ও গভীর নলকূপগুলোকে বিদ্যুতের পাশাপাশি সোলারে রুপান্তর করলে কৃষকরা কৃষকরা স্বল্পমূল্যে বেশি জমিতে সেচ দিতে পারবে কৃষককরা উপকৃত হবে।

তাছাড়া সেখানে গভীর নলকূপ নেই সেখানে সরকারি ভাবে সোলার সেচ পাম্প স্থাপন ও স্থ্াপিত গভীর নলকূপগুলোকে আরো আধুনিকায়ন করলে কৃষকরা আরো বেশি উপকৃত হবে ফসল উৎপাদন বহুগুন বাড়বে।

ঠাকুরগাঁও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কতৃপক্ষের (বিএমডিএ) নির্বাহী প্রকৌশলী ড. মো: এজাদুল ইসলাম জানান। ঠাকুরগাঁও জেলায় বিএমডিএ’র ১৫৪৩ টি সেচযন্ত্রের সাহেয্যে স্বল্প খরচে বোরো ধান, গম, পাট, ভুট্টা আলু ও সবজি সহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ও সেচসুবিধার পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ বিভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার করতে পারছেন কৃষক। এতে ঠাকুরগাঁওয়ের টাঙ্গন, লাচ্ছি ও নাগর নদী ও খালের পানি ব্যবহার করে প্রায় চার হাজার একর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে। ফলে ফসল উৎপাদন খরচ কমছে।

তিনি আরোও জানান, কৃষকের আবেদনের পেক্ষিতে, যদি বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কতৃপক্ষ (বিএমডিএ) ও সকল সেচ যন্ত্র বিদ্যুতের পাশাপাশি যদি সোলারে রপান্তর করা হয় সকারের ডিজেল খরচ কমবে এবং ২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।

ঠাকুরগাঁওয়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ শমসের আলী জনান, বিএমডিএর গভীর নলকূপের সাহায্যে স্বল্প খরচে ফসল উৎপাদন ও সেচসুবিধার পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ বিভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার করে এর সুফল পাচ্ছে কৃষক। তবে এসকল গভীর নলকূপ আরো আধুনিকায়নের চেষ্টা চলছে।